গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১১১ তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪২৭
১৬ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১৬/০৪/২০২০ ইং তারিখ সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ০৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্কবার্তা নেই এবং কোনসংকেতও দেখাতে হবে না।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

পূর্বাভাসঃ ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে।

তাপপ্রবাহ: রাঙ্গামাটি ও মংলা অঞ্চলের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে ।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) : বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবনতা অব্যাহত থাকতে পারে ।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.০	২৯.৬	৩৭.৮	৩৫.০	৩০.২	২৮.১	৩৭.০	৩৫.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	১৯.৫	১৯.৬	২০.৪	১৯.৫	১৯.৫	১৮.২	২০.৫	২২.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাঙ্গামাটি ৩৭.৮° এবং আজকের সর্বনিম্ন তেঁতুলিয়া ১৮.২° সেঃ।

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৪/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৫/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৩ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৮	০	০
২।	ময়মনসিংহ	০	০	০
৩।	বরিশাল	২	০	০
৪।	সিলেট	২	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	২	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৬	০	০
	মোট	**২৩**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১৯,১৪,৯১৬	২০,২৮৭
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৭০,০৮২	১,৬২৪
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১,২৩,০১০	৯৩৬
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৫,৯৮৯	১০৭

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১৫/০৪/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১,৭৪০	১৪,৮৬৮
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	২১৯	১,২৩১
কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৭	৪৯
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৪	৫০

(খ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্য **(গত ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ থেকে ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):**

বিষয়	সংখ্যা (জন)
হাসপাতালে আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন মোট ব্যক্তির সংখ্যা	৫৮৩
হাসপাতালে আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	১৯৪
বর্তমানে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৩৮৯
মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,০৩,০৭৯
কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৬৬,৫০৫
বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৩৬,৫৭৪
মোটহোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৯৯,২০৪
হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৬৫,৯০৪
বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনরত ব্যক্তির সংখ্যা	৩৩৩০০
হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তিরসংখ্যা	৩,৮৭৫
হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিরসংখ্যা	৬০১
বর্তমানে হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৩,২৭৪

(গ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরতরোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	৫২৮	১৮৩	৩২১	-	৮৪৯	১৮৩	৯	২	-	-
০২	ময়মনসিংহ	৭৩	৬	-	-	৭৩	৬	১১	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৬৯৪	২২২	৪৭	১২	৭৪১	২৩৪	৩৩	৭	-	-
০৪	রাজশাহী	৯৯৪	৮৭	১	১	৯৯৫	৮৮	-	২	-	-
০৫	রংপুর	৫৭০	৩১	১	১৬	৫৭১	৪৭	২	২	-	-
০৬	খুলনা	৬৬০	২৯৭	৩০৫	১৭	৯৬৫	৩১৪	৬	৩	-	-
০৭	বরিশাল	৬৬০	৯	১৬	১	৬৭৬	১০	১২	-	-	-
০৮	সিলেট	৩২০	২০	২৪	২৩	৩৪৪	৪৩	৩	২	-	-
	সর্বমোট	৪,৪৯৯	৮৫৫	৭১৫	৭০	৫,২১৪	৯২৫	৭৬	১৮	-	-

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরতরোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	২১,৯০৮	১৫,৩১১	৭৬২	১০৪	২২,৬৭০	১৫,৪১৫	১৪৬	৩৮	৪১৬	-
০২	ময়মনসিংহ	৩,৫০৮	২,৯৫১	১০৬	৩৭	৩,৬১৪	২,৯৮৮	৪৬	-	২৬	-
০৩	চট্টগ্রাম	২১,৮০২	১৬,৩৩৪	৩৭৯	৮১	২২,১৮১	১৬,৪১৫	১৩৬	৪২	৬২	-
০৪	রাজশাহী	১১,৭৬৪	৭,২২২	৮০	৩৮	১১,৮৪৪	৭,২৬০	৪৫	২৫	৪	-
০৫	রংপুর	৯,৪৫৮	৩,২৯৯	২৫৬	২৯	৯,৭১৪	৩,৩২৮	৩৭	১১	৩৪	-
০৬	খুলনা	১৯,২৯৩	১৪,৫১৮	১,৭৬০	২৪৯	২১,০৫৩	১৪,৭৬৭	৯৯	৭০	৩	-
০৭	বরিশাল	৫,৬১৯	৩,০৬৪	৩৯৭	২	৬,০১৬	৩,০৬৬	৫৯	৬	২৩	-
০৮	সিলেট	৫,৮৫২	৩,২০৫	১৩৫	৬১	৫,৯৮৭	৩,২৬৬	১৫	২	৫	-
	সর্বমোট	৯৯,২০৪	৬৫,৯০৪	৩,৮৭৫	৬০১	১,০৩,০৭৯	৬৬,৫০৫	৫৮৩	১৯৪	৫৭৩	

(ঙ) বর্তমানে কোভিড-১৯ পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ (১৫/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

ঢাকায়	ঢাকার বাইরে

১. আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	১. বিআইটিআইডি
২. বিএসএমএমইউ	২. কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার।
৩. ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৩. ময়মনসিংহ মেডিকলে কলেজ, ময়মনসিংহ
৪. ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৪. রাজশাহী মেডিকলে কলেজ, রাজশাহী
৫. আইসিডিডিআরবি	৫. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর
৬. আইদেশী (ideSHi)	৬. সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ
৭. আইপিএইচ	৭. খুলনা মেডিকেল কলেজ
৮. আইইডিসিআর	৮. শেরে-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ
৯. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন	৯. চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ
১০. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১০. এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর
১১. শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ	১১. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ,বগুড়া
১২. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল	১২. কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ
১৩. মুগদা মেডিকেল কলেজ ,ঢাকা	১৩. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ
১৪. শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট	১৪. কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

(চ) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিষ্টিক মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (১৫/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	১৪,১৬,৬১৬	৯,৫৮,২৯৪	৪,৫৮,৩২২

(ছ) সারাদেশে ৬৪ জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে- ৪৮৮ টি প্রতিষ্ঠান
এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে-২৬,৩৫২ জনকে।

(জ) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে হটলাইনে যুক্ত চিকিৎসক সংখ্যা
(১৫/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত): ৩,৮০৭ জন।

(ঝ) কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও হাসপাতাল সংক্রমণ এবংনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষন (১৪/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

চিকিৎসক (জন)	নার্স (জন)
৩,৬২৫	১,৩১৪

(ঞ)
আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৩০০ জনকে কোয়ারেন্টাইন এ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ক্যাম্প ে মোট ১৩ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

(ট) বাংলাদেশে **স্ক্রিনিংকৃ**ত যাত্রীর সংখ্যা (১৬/০৪/২০২০খ্রিঃ):

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৫৩৩	৬,৭০,৮৭৬
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৩৩৭	৩,২২,৮৭৪
দু’টি সমূদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমূদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১০৫	১৩,৭৭৬
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭,০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৯১	৩,২৭,১৯৭

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় ১৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ৭৫ হাজার ৪ শত ৬৭ মেঃ টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত ৩ (ঝ) তে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারী ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ সরকার মালদ্বীপে অবস্থানরত অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত মানবতের পরিস্থিতি লাঘবে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

ক্রঃ নং	ত্রাণসামগ্রীর নাম	ত্রাণসামগ্রীর পরিমান
১	চাল	৪০ (চল্লিশ) মেঃ টন
২	আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৩	মিষ্টি আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৪	ডাল (মশুর)	১০ (দশ) মেঃ টন
৫	পেঁয়াজ	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৬	ডিম	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৭	সবজি	৫ (পাঁচ) মেঃ টন

(ঘ)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছেঃ

করেনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এর নিকট উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যানের অনুকূলে সরকারী আদেশ জারি করা হয়। উক্ত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইতোপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল বিধি-বিধানের সাথে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবেঃ

১. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় বিতরণ করতে হবে;

২. মোড়ক/ প্যাকেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ছবিসহ "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" এবং বস্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যতীত শুধুমাত্র "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" লিখতে হবে;

৩. মোড়ক/প্যাকেট/বস্তার গায়ে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" সম্বলিত গোল সীল ব্যবহার করতে হবে;

৪. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণ সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতয় ঘটানো যাবে না।

(ঙ) সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

- সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে সে সকল কর্মহীন লোক (যেমন- রাস্তায় ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান গাড়ী চালক, পরিবহণ শ্রমিক, রেষ্টুরেন্স শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, চা শ্রমিক, চায়ের দোকানদার) যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রান বিতরণ করতে হবে।
- যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে সংকোচ বোধ করেন তাদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে বাসা/ বাড়ীতে খাদ্য সহায়তা পৌছেঁ দিতে হবে।

- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ উপরে উল্লিখিত উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালী ব্যক্তি/ সংগঠন/এনজিও কোন খাদ্য সহায়তা প্রদান করলে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে সমন্বয় করবেন যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং কোন উপকারভোগী যেন বাদ না পড়ে।
- ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অবশ্যই মানতে হবে।

(চ) দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসা, কোয়ারেন্টাইন, আইনশৃঙ্খলা, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত এসব নির্দেশনাসমূহের মধ্যেদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১. ত্রাণ কাজে কোন ধরণের দুনীতি সহ্য করা হবে না;

২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে;

৩. সোস্যাল সেফটি-নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৪. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

৫. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে;

৬. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যাক্তা/বিধবা নারীএবং হিজরা সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

৭. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

(ছ) নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এবং এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম যথারিতি অব্যাহত রয়েছে। এনডিআরসিসি থেকে দিনে ৩ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

(জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৭। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

৯। দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১০। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১১। গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনার আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যাম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(৩) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল
বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

(৪) করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ব্রেকিং নিউজ
ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। খ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। গ) অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঘ) স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন। প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

(১) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (১৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	০৯-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দ (মেঃটন)	১৩-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)	০৯-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)	১৩-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (নগদ) (টাকা)	০৯-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	১৩-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা))
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৭০৩	৪০০	৯৫৯৯৫০০	২০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১১৬৪	২৫০	৫২৬২০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৩০৬	২৫০	৪৮৯২৫০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪	ফরিদপুর	A শ্রেণী	১০০৭	১৫০	৪২৫৪০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	১২৪৪	১৫০	৪৫০০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৬	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	১৩৮৫	১৫০	৪৩০১০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৭	টাংগাইল	A শ্রেণী	১০৪৪	১৫০	৪২৫০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৮	নরসিংদী	B শ্রেণী	৭২০	১০০	৩২০৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	৮৪৭	১০০	৩১৭৭০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	৮৩৫	১০০	৩২৫৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	B শ্রেণী	১২৮৫	২৫০	৪৯৫৫০০০	১০০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	৯১২	১০০	৩৭৭৪০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১৩	জামালপুর	B শ্রেণী	৮৪৪	২০০	৩৩৬০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১৪	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	৭৯৮	১০০	৩২৮৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	৮০৭	১০০	৩৩৪৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১৬	শেরপুর	B শ্রেণী	৮২৪	১০০	৩৪৩০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
১৭	মাদারীপুর	C শ্রেণী	৭৬৫	১০০	২৪০০০০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
১৮	চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৬৩২	৩০০	৫৮৫০০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
১৯	কক্সবাজার	A শ্রেণী	৯৯৫	১৫০	৪১৫২৫০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২০	রাংগামাটি	A শ্রেণী	১৩১৩	১৫০	৪২৭০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	১০১৫	১৫০	৪৩০৫০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৩১৩	৩০০	৫১৫৫০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২৩	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	১১০০	১৫০	৪৩০০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২৪	চাঁদপুর	A শ্রেণী	১০৩৪	১৫০	৪২১০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২৫	নোয়াখালী	A শ্রেণী	১০২৬	১৫০	৪৩০০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
২৬	ফেনী	B শ্রেণী	১২৪৮	১০০	৪৩৯৮২৬৪	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	১১০০	১০০	৩৭১৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
২৮	বান্দরবান	B শ্রেণী	৮৫২	১০০	৩৪৪০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৪৪৮	২৫০	৫০৩৭৫০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩০	নওগাঁ	A শ্রেণী	৯৯২	১৫০	৪২৫৫০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩১	পাবনা	A শ্রেণী	৯৮০	১৫০	৪৩১০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১১৫৩	১৫০	৪০১০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩৩	বগুড়া	A শ্রেণী	১১১৮	১৫০	৪৮৩০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩৪	নাটোর	B শ্রেণী	৭৫৫	১০০	৩২১৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০

৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	৭৪৮	১০০	৩৫০৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	৭৯৬	১০০	৩২০০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৫৩৫	২৫০	৪৮৯৬৫০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	A শ্রেণী	১০২৬	১৫০	৪৩৯৪০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	১০৫৮	১৫০	৪২৪০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	৮৪৮	১০০	৩২৮৯০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৪১	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	৯৭১	১০০	৩২৪৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৪২	নীলফামারী	B শ্রেণী	৮৮১	১০০	৩২০৬০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	৮০৯	১০০	৩৩৩৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	৮১২	১০০	৩২১২৫০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৪৯০	২৫০	৪৮৫৭০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	A শ্রেণী	১৩৯৩	১৫০	৪৩৫০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪৭	যশোর	A শ্রেণী	১০৪৪	১৫০	৪২২৭০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	৯২০	১৫০	৪২০০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	৮০০	১০০	৩২৫০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	৮২৮	১০০	৩২১৬০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৫১	মাগুরা	C শ্রেণী	৬৩৫	১০০	২৪৫৪৫০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
৫২	নড়াইল	C শ্রেণী	৭১১	১০০	২৪৪৬৫০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	C শ্রেণী	৮৪১	১০০	২৩৭৫০০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	৭৮৩	১০০	২৩৪৯৫০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১২৪৫	২৫০	৪৮৫৬০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	১০০৬	১৫০	৪৩০০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	B শ্রেণী	৮৮৯	১০০	৩৬৭৪০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৫৮	ভোলা	B শ্রেণী	৮৭৭	১০০	৩০২৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৫৯	বরগুনা	B শ্রেণী	৮০৮	১০০	৩০৫০০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	৭৩৩	১০০	২২৯১৫০০	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৩৭১	২৫০	৪৯৬০০০০	১০০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	১২৭৫	১৫০	৪২২৪০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	১০৯৫	১৫০	৪২১০০০০	৮০০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১১৭৫	১০০	৩৩৩৫০০০	৬০০০০০	৪০০০০০	২০০০০০
		মোট=	৬৫৯৬৭	৯,৫০০ (নয় হাজার পাঁচশত) মেঃ টন	২৫৩১৭২২৬৪	৪৭০০০০০০ (চার কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা	৩১৪০০০০০	১৬০০০০০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা

(সূত্র: ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ১৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৬৮)

১৬-৪-২০২০

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১১১/১(১৬৬)

তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪২৭
১৬ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০) জেলা প্রশাসক (সকল)
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা (সকল)

১৬-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)